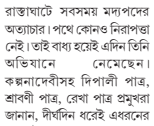

আক্রান্ত বিজেপি নেতা সুমনকে দেখতে আরামবাগে বিজেপি প্রতিনিধি দল

এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেব না ঃ বিশ্বপ্রিয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রবিবার হুগলির আরামবাগের আক্রান্ত বিজেপি নেতা সুমন তেওয়ারির সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, আরামবাগ লোকসভার পর্যবেক্ষক শরণ সেন, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য। এদিন তাঁরা আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা সুমনের সঙ্গে দেখা করেন। সঙ্গে ছিলেন দলের শ্রীরামপুর ও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক মধুসূদন বাগ, আরামবাগ গ্রামীণ মণ্ডলের সভাপতি কিংকর পাল প্রমুখ। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। উল্লেখ্য, আরামবাগ শহর মণ্ডলীর সাধারণ সম্পাদক সুমন তেওয়ারির শনিবার বিকালে আরামবাগ ৪নং ওয়ার্ডের বাঁধপাড়ায় তাঁর নিজের বাড়িতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। লাঠি ও রডের আঘাতে তিনি গুরুতর জখম হন। এরপর তাঁকে আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। দলীয় নেতার এই আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়েই বিজেপির এই প্রতিনিধিদল এদিন তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল। এদিন বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী বলেন, সুমন তেওয়ারির বাড়ি ঘেরাও করে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা মারধর করে। প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। বাড়ি ভাঙচুর করে। ডান কাঁধ পুরোপুরিভাবে জখম হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের নামে একটা প্রহসন হচ্ছে। এই দলের একজন মন্ত্রী বলেছে বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গড়তে হবে। বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত যারা করতে পারবে তাদেরকে তাঁরা হলদিয়ায় যে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আছে তার পক্ষ থেকে ৫ কোটি টাকার কাজ দেবে। বিশ্বপ্রিয়বাবু বলেন, এই যে পয়সার প্রলোভন ও উৎসাহ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত মিটিং করছেন সেখানে গিয়ে বার বার বলছেন, বিরোধী শূন্য করব। গণতন্ত্রে বিরোধী শূন্য মানে গণতন্ত্র নেই। আজ মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাষায় গণতন্ত্রকে হত্যা করছেন। তাঁর মন্ত্রীরাও করছেন। মন্ত্রীদের সাথে সাথে তাঁদের ভাইয়েরাও স্বাভাবিকভাবে উৎসাহিত হচ্ছে। বিশেষ করে আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়ায় ত্রাসের রাজত্ব চলছে। কোনও রাজনৈতিক দল যাতে মনোনয়ন জমা করতে না পারে তাই এই অরাজকতা। তিনি বলেন, ২০০৩-এ একইভাবে ২২ হাজার নমিনেশন করতে পারেনি। ২০০৮-এ ২০ হাজার নমিনেশন করতে পারেনি। ২০১৩-তেও প্রায় সাড়ে ৬ হাজার নমিনেশন করতে পারেনি। এবার সব রেকর্ড পার হয়ে যাবে। ৩০-৩২ হাজার সিটে নিরঙ্কুশভাবে তারা জিতে আসতে চায়। কারণ তারা জানে ভোট করলে, মানুষের কাছে গেলে মানুষ আর তাদের চাইছে না। অতএব যদি নমিনেশনটা হয়ে যায়, আর যদি টিকে যায়, তাহলে বহু মানুষ গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেবে। তাই বিজেপির উপর দিকে দিকে আক্রমণ চলছে। তিনি আরও বলেন, ২ তারিখ থেকে মনোনয়নের কাজ শুরু হয়েছে। আর সেদিন থেকেই বিজেপির বিভিন্ন জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে সাধারণ সম্পাদক, মণ্ডল সভাপতি, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদককে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা বিডিও অফিস, এস ডি ও অফিস, ডি এম অফিসের মধ্যেই এধরনের সন্ত্রাস চলছে। তাই নির্বাচনের নামে প্রহসন চলছে। আমাদের এরকম কার্যকর্তাকে এইভাবে মেরেছে। ভারতীয় জনতা পাটি সমস্ত বিষয়গুলি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে। এই সুমনের ব্যাপারটাও নির্বাচন কমিশনের কাছে যাচ্ছে। অভিযোগও জানানো হবে। আমরা চাই আইনি পদক্ষেপে বাংলায় শান্তির রাজনীতি ফিরে আসুক। কিন্তু শাসকদল অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে মানুষ ভয় দেখিয়ে, ভীতি সন্ত্রস্ত করে আটকে রাখার চেষ্টা করছেন। তবে আমরা লড়াই করছি। আমরাও বলেছি এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেবে না। যার জন্য আমাদের কর্মীরা মার খাক, আমাদের কর্মীরা আহত হোক, যা কিছু হোক আমরা কিন্তু দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করার চেষ্টা করব। এই মহকুমাতেও আমরা লড়াই করার চেষ্টা করছি। এখনও পর্যন্ত খুব সামান্য নমিনেশন হয়েছে। যা হয়েছে বিরোধী হিসাবে বিজেপিরই হয়েছে। অন্য কোনও বিরোধী দল করতে পারেনি।

জুট মিলের বোর্ড তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ হুগলির চাঁপদানি ডালহৌসি জুট মিলের ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচনে জয় লাভ করল বিজেপি। শনিবার চাঁপদানির এই জুট মিলের নির্বাচনে পাঁচটি প্রার্থী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১২টি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এর মধ্যে বিজেপির ৪জন এবং বামপন্থীদের ১জন প্রার্থী জয়লাভ করেন। এতদিন এই জুট মিলের বোর্ডে ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের সি আই টি ইউ। কিন্তু এবার ২০১৮-র জুট মিলের নির্বাচনে শনিবার বিজেপির জয় জয়কার। এপ্রসঙ্গে জুট মিলের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা তথা প্রার্থী জানিয়েছেন, আমরা এই নির্বাচনে আই এন টি টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে প্রার্থী দিয়েছিলাম। কিন্তু একই সংগঠনের দু'জন করে প্রার্থী হওয়ার জন্য আমাদের ভোট ভাগাভাগি হয়ে যায়। সূত্রের খবর, দলীয় নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং দোলা সেন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া রামনবমীর শোভাযাত্রায় পুলিশি ধরপাকড় নিয়েও এই নির্বাচনে প্রভাব পড়েছে। তাই তৃণমূলের পক্ষ ভোট পাওয়া অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বিজেপির চার জয়ী প্রার্থী হলেন অরুণ সরকার, জয়প্রকাশ (মন্টু), সঞ্জয় সিং ও শিবদয়াল সিং। এই জয় প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্ব জানান, দলের শ্রমিক সংগঠনের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য জুট মিলের গেটে প্রচার করেছিলেন রাজকুমার কেশরী, কৃষ্ণা সাউসহ বিজেপি নেতারা। আমরা আশা করেছিলাম এবারই জুট মিলে আমাদের প্রার্থীরা জয়লাভ করবে। কিন্তু পাঁচটির মধ্যে চারটিতেই জিতে যাবে ভাবতে পারিনি। এই ফলাফলে বোঝা যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বা আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল ভালোই হবে। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। অন্যদিকে বামফ্রন্টের শ্রমিক সংগঠনের এ আই টি ইউ সির প্রার্থী জানান, আমি এই জুট মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে বরাবর ছিলাম। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ নিয়ে জুট মিলের মালিকের সঙ্গে আলোচনা করতাম। অনেক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। তার জন্যই শ্রমিকরা আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন।

কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতি পুরশুড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ শনিবার সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর ঝড়ে হুগলির আরামবাগ মহকুমার বেশ কিছু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই মহকুমার পুরশুড়া ব্লক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল থেকে দফায় দফায় ঝড় এলাকায় আঘাত করে। সেই সঙ্গে বৃষ্টিও হয়। রাত পর্যন্ত চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। পুরশুড়ার ভাঙমোড়া গ্রামের বাসিন্দা সুনীল কুমার সাহা জানান, গ্রামে বহু প্রাচীন একটি রক্ষাকালীর মন্দির আছে। এদিনের ঝড়ে ওই মন্দিরের চূড়া উড়ে যায়। তিনি জানান, এই রক্ষাকালীমাতা অত্যন্ত জাগ্রত। প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে এখানে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। নিজেদের ইচ্ছেপূরণের জন্য তাঁরা মানত করেন। ১০ বছর আগে এই মন্দিরের সংস্কার হয়েছিল। তিনি জানান, এছাড়াও এলাকায় বেশ কিছু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এখন জমিতে তিল, বাদাম, পটল সহ বিভিন্ন সব্জী রয়েছে। এদিনের ঝড়ে ওই সমস্ত সব্জী নষ্ট হয়েছে। ফলে আবার চাষীরা ক্ষতির মুখোমুখি হতে চলেছে।

বিজেপি কনভেনারের বাড়িতে হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যান্ডেল ঃ হুগলির চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ব্যান্ডেল কাজিডাঙায় বিজেপির কনভেনারের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর। শনিবার রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি নেতা তারক পালের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতে মনোনয়ন দাখিল করা বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর যাতে কেউ মনোনয়ন না করে তার জন্য হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। মদের বোতল ছুঁড়ে বাড়ির কাচ ভাঙা হয়। শনিবারের এই ঘটনার পর তারক পালের পরিবার আতঙ্কিত। এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্তে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

খানাকুলে ৩ লক্ষাধিক টাকার গহনা চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে বাড়ির মেনগেটের তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে একটি এল সি ডি টিভিসহ ৩ লক্ষ টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিল চোর। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের রাজহাটী মধ্যাড়ঙ্গ এলাকাতে। জানা গেছে, এদিন রাতে বাড়ির মালিক বিবেকানন্দ পাল ও তাঁর স্ত্রী পারিবারিক কাজের সূত্রে খানাকুলের রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁদের দেশের বাড়িতে ছিলেন। এই সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বাড়ির মেনগেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বাড়িতে থাকা সোনার গয়না, টাকাপয়সা ও এল সি ডি টিভি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরের দিন সকালে মধ্যাড়ঙ্গের বাড়িতে ফিরে চুরির ঘটনা আবিষ্কার করে বিবেকানন্দবাবু। এরপরেই তিনি খানাকুল থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শংসাপত্র নেই, বিপাকে সংরক্ষিত প্রার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ শংসাপত্রের ঘেরাটোপে আটকে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু পঞ্চায়েতের প্রার্থী। তাঁরা মনোনয়নপত্র তুলতে পারছেন না বলে জানা গেছে। ঘটনাটি হুগলির হরিপাল বিধানসভা এলাকায়। জানা গেছে, যে সমস্ত আসন সংরক্ষণের আওতায় রয়েছে বিশেষ করে তপসিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণি ভুক্ত সেই আসনে দাঁড়ানোর জন্য প্রার্থীদের জাতি শংসাপত্র প্রয়োজন। কিন্তু ব্লক অফিসে সেই শংসাপত্রের আবেদন করলেও এখন পর্যন্ত অনেকেই তা হাতে পাননি। অথচ আজ সোমবারই মনোনয়ন পত্র তোলার শেষ দিন। শংসাপত্রের জন্য আবেদনকারীদের বক্তব্য, ব্লক অফিসের কর্মীদের গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটছে। তাঁরা জানান, সোমবারও শংসাপত্র হাতে না পেলে তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে। তাই যাতে ওই শংসাপত্র পাওয়া যায় তাই তাঁরা জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিওর কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন।

জাঙ্গীপাড়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বঃ তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর, বোমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জাঙ্গীপাড়া ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে উত্তপ্ত হুগলির জাঙ্গীপাড়া। শনিবার গভীর রাতে জাঙ্গীপাড়ায় দিল আকাশ অঞ্চলের জঙ্গল সুফিতে তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালাল দুষ্কৃতীরা। পার্টি অফিসের বাইরে এক তৃণমূল কর্মীর স্যান্ট্রো গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পর চারটি তাজা বোমা রেখে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শনিবার গভীর রাতেই দিল আকাশ অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দিল আকাশ অঞ্চলের সভাপতি তৃণমূলের আব্দুল রহিম জানান, রাত তিনটেয় দুষ্কৃতীরা তাঁদের পার্টি অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পার্টি অফিসের ভিতর থেকে টিভি, সেট টপ বক্স ও ফ্যান নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। যাওয়ার সময় পার্টি অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পর কয়েকটি বোম রেখে চলে যায় দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের নীচু তলার কর্মীদের অভিযোগ, যুব তৃণমূলের ছেলেরাই তাঁদের পার্টি অফিসে হামলা চালিয়েছে।

সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, তাই নিজেদের প্রার্থীকে যাতে মনোনয়ন দেওয়া হয় তার জন্যই হামলা চালিয়েছে যুব তৃণমূলের ছেলেরা। জাঙ্গীপাড়া ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি সেখ মইনুদ্দিন জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার চালানো হচ্ছে। এর সাথে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও সম্পর্ক নেই।

নির্বাচনে জিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে চায় রিষড়া তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ এলাকায় টাইম কলের জল আনাই চ্যালেঞ্জ হুগলির রিষড়া পঞ্চায়েতের। বিগত পাঁচ বছরে পুর এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। তাঁদের বক্তব্য, সমস্যা বলতে শুধু রয়েছে এলাকার কয়েকটি জায়গায় পানীয় জলের অভাব। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষ আমাদেরকে নির্বাচিত করবে, সেই সমস্যা আমরা দূর করতে পারব। আশাবাদী পঞ্চায়েতের তৃণমূল বোর্ডের কর্মকর্তারা। যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, এলাকায় কাজ হলেও তা কোনও পরিকল্পনা মাফিক হয়নি। যেখানে আলোর দরকার নেই সেখানে আলো লাগানো হয়েছে। কিন্তু যে এলাকা সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে সেই জায়গায় কোনও আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি। পাশাপাশি জল নিকাশি ব্যবস্থায় বড় সমস্যা রয়েছে এলাকায়। তৃণমূল উন্নয়ন, উন্নয়ন বলে যেভাবে ঢ্যাড়া পিটিয়ে চলেছে সেইভাবে কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি এলাকার বিরোধী নেতৃত্বের। যদিও বিরোধীদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, এর সঙ্গে বাম আমলের সাথে তুলনা করলে রিষড়া পঞ্চায়েতে আমরা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছি। পঞ্চায়েত এলাকায় থাকা সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সমস্যা আমরা দূর করতে পেরেছি। রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, আলো প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপকহারে উন্নয়ন করেছি। শুধু পানীয় জলের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে সেটাও আমরা দূর করব। ভোট ময়দানে নেমে বিরোধীরা অপপ্রচার করছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও কিন্তু পঞ্চায়েতের কাজে খুশি। তাঁদের বক্তব্য, বিগত পাঁচ বছরে পঞ্চায়েতের সত্যিকারের উন্নয়ন আমরা দেখেছি। তবে পানীয় জলের এখনও সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা মিটলেই আদর্শ পঞ্চায়েত হয়ে উঠতে পারে আমাদের এই রিষড়া পঞ্চায়েত।

চুঁচুড়ায় গুলিবিদ্ধ মহিলা সুপারী ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ ফের হুগলির চুঁচুড়ায় শ্যুট আউটের ঘটনায় শনিবার রাতে আতঙ্ক ছড়াল। এবার বাড়ি ফেরার পথে চুঁচুড়ায় গুলিবিদ্ধ হলেন এক মহিলা সুপারি ব্যবসায়ী। গুলিবিদ্ধ মহিলার নাম চায়না শিকদার (৩৫)। বাড়ি চুঁচুড়ার বসন্ত বাগানে।

চায়না কলকাতায় ব্যক্তিগত কাজ সেরে শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় বাড়ি ফিরছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে সে সময় রাস্তাঘাট প্রায় জনমানব শূন্য ছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাড়ির কাছেই অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল দুই দুষ্কৃতী। চায়না বসন্তবাগানের বাড়ির কাছে আসতেই দুষ্কৃতীরা খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলি তাঁর বুকে লাগে। গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসেন। পরিবারের লোকজনই তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় মানুষ জানান, গত ২-৩ বছরে চায়না সুপারি ব্যবসা করে উন্নতি করেছিল।

পুলিশের অনুমান, ব্যবসায়িক শত্রুতার কারনেই চায়নাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। চুঁচুড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রামে চোলাই ভাটি ভাঙলেন প্রমিলাবাহিনী

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

দীর্ঘ দিন ধরেই হুগলির গোঘাট থানার বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদের ব্যবসা চলছে। আর সেই ব্যবসার জেরে এলাকার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। তাই পরিবেশের সুস্থতা ফেরাতে মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি মাঝে মাঝেই বিভিন্ন এলাকায় চোলাই ভাটিতে হানা দিয়ে সেগুলি নষ্ট করে দিচ্ছে। এর আগে বিজলকোনা, দশঘরা, অমরপুর প্রভৃতি এলাকায় এধরনের চিত্র দেখা গেছে। রবিবার সেই একই ধরণের ঘটনা ঘটল গোঘাট ২নং ব্লকের হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁহুড়িয়া গ্রামে। এদিন প্রায় ৩০-৩৫ জন মহিলা এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মদের ভাটিগুলি ভেঙে নষ্ট করে দেয়। এছাড়াও বাড়ির মধ্যে জমানো চোলাই মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জামগুলি বের করে ফেলে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা দাস জানান, এলাকার কিছু মানুষের জন্য পুরো গ্রামের ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছোট থেকে সবাই মদ ধরে যাচ্ছে। বাড়ির পুরুষরা যেটুকু টাকা উপার্জন করছে তার সবটাই মদের পিছনে খরচ করছে। এরফলে পরিবারের গৃহবধূরা চরম সমস্যায় পড়ছেন। তাঁরা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। পুরুষরা মদ খেয়ে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তিনি জানান, তাঁর স্বামী তাঁর উপর নিয়মিত অত্যাচার চালায়। শনিবারও মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে তাঁকে কাটারি নিয়ে কোপায়। তাঁর ডান হাতে কাটারির কোপ পড়ে। হাতে সেলাই দিতে হয়েছে। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে গেছেন। কল্পনাদেবী আরও জানান, শুধু এবারই নয়, এর আগেও তাঁর উপর তাঁর স্বামী মদ খেয়ে অত্যাচার করেছে। বাড়ি ফিরে একবার লাঠি দিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। তিনি সবাইকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই এদিন তাঁরা একযোগে ওই মদের ভাটি ভাঙার জন্য পথে নেমেছেন। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে আরও বড় ধরনের আন্দোলন করা হবে বলে কল্পনাদেবী জানিয়েছেন। এই গ্রামেতেই থাকে মধুমিতা দোলুই নামে এক ছাত্রী। সে কামারপুকুর কলেজে প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করে। সেও এদিন চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিয়েছিল। মধুমিতা জানায়, মদের জন্য পরিবেশ একদম নষ্ট হয়ে গেছে। সবসময় পাড়াতে চিৎকার চেঁচামেচি, মারধর লেগেই আছে। ফলে পড়াশোনা করা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে সবসময় মদ্যপদের অত্যাচার। পথে কোনও নিরাপত্তা নেই। তাই বাধ্য হয়েই এদিন তিনি অভিযানে নেমেছেন। কল্পনাদেবীসহ দিপালী পাত্র, শ্রাবণী পাত্র, রেখা পাত্র প্রমুখরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এধরনের চোলাই মদের ব্যবসা চলছে। গ্রামের কিছু পরিবার এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও বাইরে থেকেও কিছু লোক মোড় মাথায় চোলাই মদ বিক্রি করে। বার বার থানায় জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশ এসে মাঝে মাঝে চোলাই কারবারিদের ধরে নিয়ে যায়। তারপর ছাড়া পেয়ে আবার একইভাবে ব্যবসা চালায়। এখন তাঁরা এই সমস্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পেতে চান। তাই তাঁরা নিজেরাই এদিন লাঠি হাতে পথে নামেন।

হতাশ জীবনে আশার আলো............
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ●স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
☆ গোপনে মদ, গাঁজা, ড্রাগস্, সিগারেট ও হেরোইন, গুটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
☆রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি
(পোস্ট অফিসের পিছনে)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন
ইন্দিরা ময়দানের বিপরীতে
প্রতি সোম ও শুক্র
সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা
আরামবাগ
গৌরহাটী মোড়
তারকেশ্বর
কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনেষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।